প্রথম আলো

তারিখ 19 AUG 2008
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ

ছাত্রলীগের অবরোধে ক্যাম্পাস অচল, পাল্টাপাল্টি মামলা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ছাত্রলীগের ডাকা লাগাতার অবরোধের প্রথম দিনেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। ক্যাম্পাসের ভেতর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহর স্টেশনে একটি ট্রেন লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়ে মারেন অবরোধকারীরা। এতে ট্রেনের চালক ইদ্রিস আলম ও সহকারী চালক গোলাম মাওলা আহত হন। তাঁদের রেলওয়ে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

শনিবারের ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় গতকাল সোমবার হাটহাজারী থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে। ছাত্রশিবিরের ২০ জনকে আসামি করে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রলীগের ১৭ জনকে আসামি করে ছাত্রশিবির আলাদাভাবে মামলা করেছে। সংঘর্ষ চলাকালে শিবিরকর্মীদের হামলার শিকার *প্রথম আলোর* বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি বাদী হয়ে আরও একটি মামলা করছেন ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে। শিবিরের ক্যাডার এ বি এম মাসুমকে

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, গতকালের অবরোধের কারণে শহর ও ক্যাম্পাসের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। এ ছাড়া শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বহনকারী বাস ও মিনিবাসগুলোও আটকে দেন অবরোধকারীরা। ফলে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস অথবা পরীক্ষা হয়নি। ক্যাম্পাস ছিল পুরোপুরি ফাঁকা। গত শনিবার ক্যাম্পাসের স্টেশন চত্বরে শিবিরের ক্যাডারদের হামলায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ২০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত শিবিরের ক্যাডারদের শাস্তি দাবি করে ছাত্রলীগ এ লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়।

অবরোধের পর গতকাল পরিস্থিতি নিয়ে চট্টগ্রাম পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) এ কে এম শহীদুল হক ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের নেতাদের সঙ্গে সন্ধ্যায় বৈঠকে বসেন। তিনি প্রথমে ছাত্রশিবির ও পরে ছাত্রলীগের সঙ্গে বৈঠক করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক আরিফ মঈনুদ্দিন *প্রথম আলোকে* জানান, 'আমরা বৈঠকে ডিআইজিকে